পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক :
এ. এইচ. এম.
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ১৪শ সংখ্যা
১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা ॥ ৩০ নভেম্বর ১৯৮৩ ইং ॥ ২৪শে সফর ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩

৩৭শ বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৮ম পারা ৩য় রুকু) — মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) ১
অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

* হাদীস শরীফ : "হযরত খাতামান নবীঈন (সাঃ) এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য" (৩) — অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার ৩

* অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) — অনুবাদ : ছালাহ্ উদ্দিন খন্দকার ৪

* কেন্দ্রীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া, আনসারুল্লাহ, লাজনা ইমাউল্লাহ ও আতফালুল আহ্‌মদীয়ার বার্ষিক ইজতেমাগুলিতে হুজুর (আইঃ)-এর ভাষণ সমূহ — হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) ৬—২০
অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

* পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান (৬) : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ২১

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র
জরুরী বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সকল স্থানীয় মজলিসের **জয়ীম আলা** সাহেব নদের সদয় অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, পূর্বঘোষিত বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ৭ম বার্ষিক ইজতেমা আগামী ৯, ১০ ও ১১ই ডিসেম্বর ৮৩ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু অনিবার্য্য কারণ বশতঃ **উক্ত ইজতেমা আপাততঃ স্থগিত রাখা হইল** পরবর্তিতে ইজতেমা তারিখ জানান হইবে, ইনশাআল্লাহ ॥

খাকছার—

ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী
নাজেমে আলা, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ ১৪শ সংখ্যা

৩০শে নভেম্বর ১৯৮৩ইং : ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৯০ বাংলা : ৩০শে নবুওত ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **৪র্থ রুকু**

৩৩। তুমি বল, আল্লাহ্‌র সৌন্দর্য (এর বস্তু সমূহ) কে, যাহা তিনি নিজ বান্দাগণের জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন এবং রিয্‌কের পবিত্র বস্তুগুলিকে কে হারাম করিয়াছে? তুমি তুমি বল, এই সকল (বস্তু প্রকৃতপক্ষে) এই দুনিয়াতেও মোমেনদের জন্য আছে (এবং) কিয়ামতের দিনে একমাত্র তাহাদের জন্য হইবে, এই রূপে আমরা জ্ঞানী জাতির জন্য নিদর্শনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া থাকি।

৩৪। তুমি বল, আমার রাব্ব হারাম করিয়াছেন শুধু অশ্লীল কাজসমূহকে, উহা প্রকাশ্য হউক বা গোপন, এবং পাপকে, এবং না-হক বিদ্রোহকে এবং আল্লাহর সহিত তোমাদের এমন বস্তুকে শরীক করাকে যাহার জন্য তিনি কোন দলিল নাযেল করেন নাই এবং ইহাও (তিনি হারাম করিয়াছেন) যে, তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন মিথ্যা কথা বল, যাহা তোমরা জাননা।

৩৫। এবং প্রত্যেক জাতির জন্য (পরিসাপ্তির) এক মেয়াদ নির্ধারিত আছে, এতএব, যখন তাহাদের (পরিসমাপ্তির) সময় আসিয়া যায়, তখন তাহারা এক মুহূর্ত পিছনেও থাকিতে পারে না এবং (এক মুহূর্ত) আগেও বাড়িতে পারে না।

৩৬। হে আদম-সন্তানগণ! যদি তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হইতে রসুলগণ আসিয়া তোমাদিগকে আমার আয়াত সমূহ পাঠ করিয়া শুনায় তখন যাহারা তাকওয়া অবলম্বন করিবে তাহাদের (ভবিষ্যতের জন্য) কোন ভয় হইবে না এবং (অতীত সম্বন্ধে) তাহারা দুঃখিত হইবে না।

৩৭। এবং যাহারা আমাদের আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করে এবং অহংকার করিয়া উহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লয়, তাহারাই আগুণের অধিবাসী, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল থাকিবে।

৩৮। অতএব ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালেম কে, যে মিথ্যা রচনা করিয়া আল্লাহ্‌র প্রতি আরোপ করে, অথবা তাঁহার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলিরা অস্বীকার করে ? তাহারা এমন লোক যাহাদিগকে, তাহাদের নির্ধারিত শাস্তির অংশ পৌঁছিতে থাকিবে, অতঃপর যখন তাহাদের নিকট আমাদের ফেরেস্তাগণ তাহাদের প্রান বাহির করিবার জন্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হইবে তখন তাহারা বলিবে, উহারা (অর্থাৎ তোমাদের ঐ সকল শরীক) কোথায়, যাহাদিগকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত ডাকিতে ? 'তখন তাহারা বলিবে, তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া উধাও হইয়া গিয়াছে ; এবং তাহারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তাহারা অস্বীকারকারীগণের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

৩৯। (তখন আল্লাহ্ তাহাদিগকে) বলিবেন, যাও, তোমরা গিয়া আগুণের মধ্যে জিন্ ও ইনসের ঐ সকল জাতির সহিত শামিল হও, যাহারা তোমাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে ; যখন কোন জাতি আগুণে প্রবেশ করিবে, তখন তাহারা তাহাদের ভগ্নিকে (অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিকে) অভিশাপ দিবে এমনকি যখন সকল জাতি উহাতে সমবেত হইবে, তখন তাহাদের মধ্যে শেষ (সমাগত) জাতি তাহাদের পুর্ববর্তী জাতির সম্বন্ধে বলিবে, হে আমাদের রাব্ব, ইহারাই আমাদিগকে বিপথগামী করিয়াছিল, অতএব তুমি তাহাদিগকে কয়েকগুণ বেশী আগুণের আযাব দাও, (আল্লাহ্) বলিবেন, প্রত্যেকে বেশী আযাব ভোগ করিতেছে, কিন্তু তোমারা জান না।

৪০। এবং তাহাদের মধ্যে পুর্ববর্তী জাতি পরবর্তী জাতিকে বলিবে, আমাদের উপর তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব নাই· যেইজন্য তোমাদিগকে কম আযাব দেওয়া হইবে, অতএব তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য আযাব ভোগ কর। (ক্রমশঃ)

['তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ]

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

মজলিসে আনসারুল্লার সকল তবলিগ সেক্রেটারীগণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে তারা তবলিগের গুরুত্ব অনুধাবন করে নিজ নিজ মজলিসে তবলিগি কার্যকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতি মাসে নিয়মিত রিপোর্ট প্রদান করবেন।

খাকসার

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

সেক্রেটারী, ইসলাহ ও

ইরশাদ, বাংলাদেশ

মজলিসে আনসারুল্লাহ।

হাদিস শরীফ

হযরত খাতামান নবীঈন (সাঃ)-এর শান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৪) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ঃ আঁ-হযরত (সাঃ) খুব সাধাসিধা জীবন যাপন করিতেন। তিনি কাজ করিতে অপমান বোধ করিতেন না। তিনি স্বহস্তে তাঁহার উটকে চারা দিতেন। গৃহস্থলীর কাজ তিনি স্বহস্তে করিতেন, নিজের জুতা নিজে মেরামত করিতেন, কাপড় সেলাই করিতেন, ছাগীর দুগ্ধ দোহন করিতেন, চাকরকে সঙ্গে বসাইয়া আহার করিতেন। সে আটা পিষাই করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া গেলে, তিনি তাহাকে সাহায্য করিতেন। বাজার হইতে গৃহের জন্য দ্রব্য সম্ভার বহিয়া আনাকে অপমানজনক মনে করিতেন না। ধনী-দরিদ্র সকলের সহিত তিনি করমর্দন করিতেন। প্রথম সালাম তিনি দিতেন। কেহ শুধু খেজুর খাইবার দাওয়াত দিলেও তিনি উহাকে তুচ্ছ করিতেন না বরং উহা সাদরে গ্রহণ করিতেন। তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, ঠাণ্ডা মেযাজের এবং বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার চালচলন পরিচ্ছন্ন ছিল। প্রফুল্ল বদনে তিনি সকলের সহিত মিলিতেন। তাঁহার মুখে মিষ্টি হাসি লাগিয়া থাকিত। তিনি কখনও অট্টহাস্য করিতেন না। তিনি খোদার ভয়ে ভীত থাকিতেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে বিরসতা বা শুষ্কতা কখনও স্থান পাইত না। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার বিনয়ের মধ্যে কোন দুর্বলতা বা ভীরুতার বিন্দুমাত্র আমেজ ছিল না। তাঁহার হস্ত বড় দানশীল ছিল, কিন্তু তিনি অমিতাচার হইতে বাঁচিয়া চলিতেন। তিনি নরম দিল, রহীম ও করীম ছিলেন। প্রত্যেক মুসলমানের সহিত তিনি সদয় ব্যবহার করিতেন। তিনি এত পেট ভরিয়া খাইতেন না, যাহাতে উদ্গার উঠে। তিনি কখনও লোভ-লালসার হস্ত প্রসারিত করিতেন না। বরং তিনি ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ এবং অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতেন। (মেশকাত—কিতাবুল ফিতান, বাবু ফি আখলাকিহি, পৃঃ ৫১৯)

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ :— **এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন কাল ও স্থান এবং স্বীয় সত্যতার প্রমাণ

"ইহা স্মরণ রাখা উচিৎ যে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে বহু কিংবদন্তি (রেওয়ায়েত) রহিয়াছে। ইহাদের অনেকগুলি পরস্পর অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী। এইগুলির অকৃত্রিমতা সম্পর্কে কিছুই জানা নাই এবং এইগুলি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমাদের নিকট কোন প্রমাণও নাই। এই রেওয়ায়েত সমূহের মূলবস্তু এই যে (শেষ যুগে) এক ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন যিনি মসীহ ও মাহদী হইবেন এবং তিনিই মীমাংসাকারী (হাকাম) হইবেন। সকল রেওয়াতই এই মুল-বিষয়ের নিশ্চিত সাক্ষ্য বহণ করে এবং এই ব্যাপারে কোনই বিরোধ নাই। কিন্তু অন্যান্য বিস্তারিত বিবরণের দিক দিয়া এতই অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী যে, ইহাদের সামঞ্জস সাধন করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া পরীক্ষকগণ, বিদ্বানবর্গ ও ধর্মতত্ত্ববিধগণ হতবুদ্ধি ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কাজেই তাহারা বিভিন্ন রেওয়ায়েত বা কিংবদন্তির সমর্থনে তুলনামূলক ওজনের পরীক্ষা-নীরিক্ষার প্রচেষ্টা পরিহার করিয়া ইহাদের সঙ্কলনের কাজই চালাইয়া যাইতেন। এইরূপে তাহারা নিজদিগকে বিস্ময়ের এক ঘুর্নিজালে নিপতিত দেখিতে পাইতেন। তাহাদের কেহ কেহ মাহদী আব্বাস বংশীয় হইবেন বলিয়াছেন এবং কেহ কেহ মাহদী ফাতেমী বংশীয় হইবেন বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে তিনি হোসেনের বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন, আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন তিনি পবিত্র রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম-এর বংশ হইতে আবির্ভূত হইবেন। এমন মতামতালম্বীও আছেন যাহারা মনে করেন যে মাহদী ইসলামের অনুসারীদের একজন সদস্য হইবেন। অন্যদিকে আর এক দল লোক এই মত পোষণ করিয়াছে যে মাহদী প্রতিশ্রুত মসীহ ব্যতীত অন্য কোন মাহদীর আবির্ভাব হইবে না। এই প্রকারের আরো অনেক রেওয়ায়েত (বিবরণ) আমাদের নিকট আসিয়াছে। তদ্রূপ মসীহের আগমনের ব্যাপারেও বহু মতানৈক্য রহিয়াছে। পবিত্র কুরআন সাক্ষ্য প্রদান করে যে হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্যু বরণ করিয়াছেন কিন্তু তদসত্ত্বেও প্রতিকুল বিশ্বাস রহিয়াছে যে তিনি কখনও মৃত্যু বরণ করেন নাই; তিনি সশরীরে আকাশে জীবিত আছেন এবং তথা হইতে অবতীর্ণ হইবেন। কিছু সংখ্যক অন্য বিদ্বানবর্গও রহিয়াছেন যাহারা মনে করেন যে ঈসা (আঃ) বাস্তবিকই মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। পবিত্র কুরআনেও এইরূপই বিবৃত হইয়াছে এবং সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী একগুঁয়ে ব্যক্তি বৈ এই অভিমতকে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেনা। ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের

মতে ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের ভবিষ্যৎবাণী তাঁহার তুল্য অপর এক ব্যক্তির আগমনে পূর্ণ হইবে। মো'তাজিলা সম্প্রদায় ও সুফি সম্প্রদায়ের নেতৃ স্থানীয় ব্যক্তিগণ এইরূপ অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন। ঈসা (আঃ)-এর আকাশ হইতে অবতীর্ণ হওয়ার উপর বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তিনি দামেস্কের মিনারার নিকট পূর্বদিকে অবতীর্ণ হইবেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি ইসলামের সৈন্যদলের মধ্যে অবতীর্ণ হইবেন। আবার কতকের মতে যখন দাজ্জাল বাহির হইবে তখন তিনি আবির্ভূত হইবেন। কেহ কেহ জেরুজালেমকে তাহার অবতীর্ণ হওয়ার স্থানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ব্যক্তিগণ এতদ্‌উদ্দেশ্যে আরো বিভিন্ন স্থান সমুহের উল্লেখও করিয়াছেন। এই কিংবদন্তি সমুহ হইতে আমরা ইহাও জানিতে পারি যে, প্রতিশ্রুত মসীহ আল্লাহ কর্তৃক হাকাম বা মীমাংসাকারী হিসাবে নিযুক্ত হইয়া এই সমস্ত মত-বৈষম্যের মীমাংসা করিবেন। তদনুসারে যাহারা তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে এবং তাঁহার মীমাংসায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করিয়া প্রকাশ্যে ও আন্তরিকতার সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া লইবে, তাহারাই সত্যিকার মুসলমান হিসাবে পরিগণিত হইবে। অন্যদিকে তাঁহার অস্বীকারকারী ব্যক্তিগণ বলিবে, "আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগকে আমরা যে মতের উপর পাইয়াছি, উহাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।" আল্লাহর নিয়োজিত প্রেরিত পুরুষের আগমনে জনমণ্ডলী বিস্ময় প্রকাশ করে এবং দাবীকারককে প্রতারক বলে। অথচ এই সমস্ত লোক সকলই ইহার পূর্ব হিজরী শতাব্দীর শিরোভাগে তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এখন তাহাদের এই অপেক্ষিত ব্যক্তি আগমন করতঃ তাহাদের সম্মানের উৎস হইয়াছেন, তাহাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তাহাদের শত্রুদিগকে নির্ব্বাক করিবার সমপোযোগী (রুহানী) অস্ত্রাদি তুলিয়া ধরিয়াছেন। প্রতিশ্রুত মসীহর আবির্ভাবের নির্দিষ্ট সময়কে চিনিতে তাহারা কি অপারাগ হইয়াছেন? অথবা তাঁহার আগমন কি অসময়ে ঘটিয়াছে? নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইয়াছে। এবং চূড়ান্ত মীমাংসার সময়ও হাতে। তাহারাই সৌভাগ্যশালী যাহারা কৃতজ্ঞতাভরে আমাকে গ্রহণ করে। আল্লাহতায়ালা যাহাকে সম্মানিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহারা কি তাহার মুলোৎপাটন করিতে চাহে? কিন্তু আল্লাহতায়ালার চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিই বিজয় লাভ করিবেন। তাহারা কি আল্লাহতায়ালার বিরুদ্ধাচরণকারীদের তালিকাভুক্ত হইতে সাহস পায়? প্রকৃতপক্ষে এমন কোন প্রশ্ন বা ঘটনাই আর রহস্যাবৃত নয় বরং তাহাদের অন্তঃকরণ সমুহই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহারা অন্ধকারে হাত ছড়াইতেছে।

হে মানবমণ্ডলী! আপনাদের সচক্ষে দৃষ্ট স্বর্গীয় নিদর্শনাবলী আপনারা কেন অস্বীকার করিতেছেন? আপনারা আল্লাহতায়ালার প্রেরিত পুরুষের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছেন এবং আল্লাহতায়ালা যদি শাসক গোষ্ঠীর প্রতি আপনাদের অন্তঃকরণ সমুহে ভীতির সঞ্চার না করিতেন তাহা হইলে আপনারা স্বীয় তরবারির দ্বারা তাহার শিরোচ্ছেদ করিতেন। বর্তমান (ধর্মীয় স্বাধীনতা বিধান কারী) রাষ্ট্রীয় শাসনের অস্তিত্ব না থাকিলে আপনারা নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার প্রেরিতকে আক্রমণ করিয়া বসিতেন! এখন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এবং আপনারা যে সমুদয় ওজর উপস্থাপন করিতেন উহাদের সবই ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া পড়িয়াছে। আপনারা কখনও গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়াস পান নাই। সুতরাং আমার দাবীর বিষয়টি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী আল্লাহতায়ালার সমীপে ছাড়িয়া দেই।"

('নাজমুল হুদা')

অনুবাদ : **ছালাহ উদ্দিন খন্দকার**

কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৩৯তম বার্ষিক ইজতেমায় সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর

সমাপ্তি ভাষণ :

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"ইসলামের বিজয়ের দিন নিকটে আসিয়া যাইতেছে এবং আমি উহার পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

নিজেদের দেল্ পরিবর্তন করুন, ইবাদতে মনোনিবেশ এবং মানবজাতির সহানুভূতি দ্বারা খোদাতায়ালার সহিত প্রাণবন্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করুন।

ফিজিতে খোদাতায়ালা তাহার অসাধারণ ফজলের দ্বারা অনুগৃহীত করিয়াছেন এবং স্বর্গীয় সাহায্য ও সমর্থনের মনোরম দৃশ্যাবলী দেখাইয়াছেন।

হে আহমদী যুবকবৃন্দ! উঠ এবং খোদাতায়ালার মহব্বতের বাঁশরী বাজাও, যাহা মসীহ মওউদ (আঃ) তোমাদিগকে দান করিয়াছেন।

আজ শয়তান ইউরোপ ও আমেরিকায় বাঁশী বাজাইতেছে এবং খোদার বান্দাদিগকে ধ্বংসের দিকে ধাইয়া লইয়া চলিয়াছে।

মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)-এর গোলাম যুগ-কৃষ্ণের বাঁশরীর মোকাবিলায় শয়তানের বাঁশী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।

আজ দুনিয়ার তকদীর অহমদী যুবকদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, আর কেহ নাই যাহারা এই তকদীরকে বদলাইতে পারে।" —হুজুর (আইঃ)

হুজুর ফিজিতে অনুষ্ঠিত মজলিসে শুরার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহাতে বহুবিধ ফায়দা হাসিল হইয়াছে। শুধু ঐ দেশটিই রুহানীরূপে জয় করার কর্মসূচী গৃহীত হয় নাই, বরং পার্শ্ববর্তী চারটি দ্বীপও রুহানীরূপে জয় করার উদ্দেশ্যে আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, এই দ্বীপগুলি জয় করার জন্য আমার সিপাহ্সালারের প্রয়োজন, যাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত খরচে সেখানে যাইয়া আহমদী তথা প্রকৃত ইসলামের তবলীগ পৌঁছাইবেন। সুতরাং সেই মজলিসেই দুইজন ভ্রাতা উক্ত তাহ্রীকে স্বতঃস্ফূর্তরূপে এই বলিয়া সাড়া দিলেন, "টোঙ্গা দ্বীপ জয় করার দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত থাকিল।" হুজুর বলেন, আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, 'আপনারাই খরচ বহণ করিবেন; আপনারাই উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন

করিবেন, আপনারাই মোবাল্লেগ এবং আপনারাই সিপাই হইবেন। এই অঙ্গীকার যদি করেন, তাহা হইলে আপনাদের অঙ্গীকার মঞ্জুর করা হইল।" সুতরাং উভয় ভ্রাতা সেইভাবেই ওয়াদা করিলেন। আর একজন আহ্‌মদী ভ্রাতা যিনি শিক্ষকতা করেন – তিনিও অনুরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সুতরাং সমোভা দ্বীপ তাঁহার সোপর্দ করা হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে সেখানে তিনি উপার্জনের উপায় তালাশ করিবেন এবং ইসলাম প্রচারের কাজ করিবেন। তেমনি একটি অধিবেশনে ফিজির প্রত্যন্ত অঞ্চলের জন্যও তবলীগি পরিকল্পনা তৈরী করা হয় এবং ফিজির আহ্‌মদীগণ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে তাঁহারা খুব শীঘ্র সমগ্র ফিজি দ্বীপপুঞ্জকে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের উদ্দেশ্যে জয় করিয়া ছাড়িবেন।

হুজুর বলেন, ফিজিয়েন ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা সম্পন্ন করিয়া রাখা আছে। এখন সেই তরজমাটির পুনঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছে যাহারা কয়েক মাসের মধ্যেই নিজেরা চিন্তা-ভাবনা করিয়া এবং বিশেজ্ঞদিগকেও দেখাইয়া নিয়া তাহা প্রকাশিত করিবেন, ইনশাআল্লাহ্‌। ইহা হইবে ফিজিয়েন ভাষায় কুরআন করীমের প্রথম অনুবাদ, যাহা প্রকাশ করার সৌভাগ্য জামাত আহ্‌মদীয়া লাভ করিবে, ইনশাআল্লাহ্‌।

হুজুর বলেন, ফিজিতে কুরআন করীমের তরজমা শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তেমনিভাবে তাহাদের উর্দ্দু ভাষাও নিজেদের তৈরী করা, এবং উচ্চারণও খুব খরাপ। যদিও তাহারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কালাম অত্যন্ত মহব্বতের সহিত পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কিন্তু ভুল উচ্চারণে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিতে হইত। তাহাদিগকে সহি উর্দ্দু শিখাইবার, বিশেষতঃ শুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে এখান হইতে বিভিন্ন জলসার কেসেট তাহাদিগকে পাঠান হইবে। হুজুর বলেন, ঐ দেশে মোবাল্লেগদের সংখ্যাও বাড়ান হইবে।

হুজুর বলেন, সমগ্র সফর কালীন সময়ে আমি অনুভব করিয়াছি এবং পুর্বেও বলিয়া আসিতেছি যে, আমাদের সমগ্র জামাতের মিলিত শক্তিও জগতে বিপ্লব সাধনে সক্ষম নয় কিন্তু আমাদের মধ্যে এরূপ কিছু ক্ষমতা ও সামর্থ্য নিশ্চয় বিদ্যমান আছে যেইজন্য আল্লাহ্‌তায়ালা এই মহান কর্তব্য-ভার আমাদের উপর ন্যাস্ত করিয়াছেন। সেই ক্ষমতা ও সামর্থ্য হইল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামী ও আনুগত্যের ক্ষমতা ও সামর্থ্য। সেজন্য জগতে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিজদিগকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে আমাদের সচেষ্ট হওয়া জরুরী।

হুজুর বলেন, আমি অনুভব করিয়াছি যে, যুবকদের মধ্যে ইবাদতের দিকে এখনও পুর্ণ মনোযোগ নাই। সেজন্য আপনাদের বাজামাত নামায আদায় বড় জোরে-শোরে কায়েম করা একান্ত জরুরী। নামাজের মধ্যে আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্কসূত্রের বিষয়টি স্মরণ রাখিবেন। যেখানে যেখানে আহমদীরা সত্যিকার অর্থে সর্বাপেক্ষা ইবাদতগুজার হইবে সেখানে ইহা অসম্ভব যে, আল্লাহতায়ালা দুনিয়ার মোকাবিলায় তাঁহার ইবাদতকারীদের

ধ্বংস করিয়া দেন। দুনিয়ার হাতে সকল প্রকারের শক্তি, ক্ষমতা ও সরঞ্জামাদী মজুদ রহিয়াছে—শুধু একটি জিনিস নাই অর্থাৎ ইবাদত। যদি ইবাদত আপনাদের মধ্যে সহিরূপে কায়েম হইয়া যায়, তাহা হইলে দুনিয়া আপনাদিগকে কখনও পরাজিত করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয় কথাটি হুজুর বর্ণনা করেন এই যে, মানবজাতির প্রতি গভীর সহানুভূতিশীলতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন। আপনাদের বিরুদ্ধে সৃষ্ট ঘৃণা যে কোন রূপই ধারণ করুক না কোন, উহা আপনাদের কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারে না। একটি শর্ত শুধু এই যে আপনারা রহমতুল্লিল আলামীন (সাঃ)-এর গোলামীর সকল চাহিদা ও দাবী পুরণে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হউন এবং নিজেদের রহমতের জয্‌বা ও মহানুভবতাকে অম্লান ও সমুন্নত রাখুন। প্রতিটি ঘৃণার জবাব আপনাদিগকে মহব্বতের দ্বারা দিতে হইবে। আজ জগতের খোদা-প্রেমের প্রয়োজন রহিয়াছে। ইবাদত এবং মানবজাতির প্রতি ভলাবাসার অর্থ ও লক্ষ্য হইল খোদা-তায়ালার সহিত সম্পর্ক স্থাপন, এবং এ সম্পর্কটিই হইল সকল প্রকার সাফল্যের চাবিকাঠি।

হুজুর বলেন, আজ ইউরোপ এবং আমেরিকায় (তথা সারা বিশ্বে) পাশ্চাত্যের সুরে শয়তান বাঁশী বাজাইতেছে এবং ইউরোপের একটি পুরাতন কাহিনী বর্ণিত বালকদের ন্যায় খোদার বান্দারা নিজেদের ধ্বংস ও বিনাশ সম্বন্ধে চেতনা হারাইয়া অবজ্ঞাভরে ধ্বংসলীলার দিকে দৌড়াইয়া চলিয়াছে। এই যাদুর মোকাবিলা কি করিয়া সম্ভব হইবে? ইহার মোকাবিলা করিবার উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে এলহাম যোগে বাতলানো হইয়াছিল যে একজন নবী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—যিনি বাঁশরী বাজাইতেন। তাঁহার নামের উপর মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামকেও বাঁশরী বাজক কৃষ্ণ কানাই বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে এবং খোদাতায়ালা বলিয়াছেন যে এ বাঁশরীই বিজয়ী হইবে এবং শয়তানের বাঁশী ইহার মোকাবিলায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। হুজুর উচ্চকণ্ঠে বলেন, হে আহমদী যুবক-বৃন্দ! উঠ এবং জগতে ছড়াইয়া পড়। খোদাতায়ালার মহব্বতের বাঁশরী বাজাও, যাহা মসীহ মওউদ (আঃ) তোমাদের দান করিয়াছেন। এখন শয়তানের বাঁশীর দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। খোদাতায়ালার বাঁশরী হইল সেই বাঁশরী, যাহার সম্বন্ধে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন: "আদমীজাদ তো কিয়া চিজ, ফেরেস্তে ভি তামাম। মাদাহ্ মেঁ তেরি ওহ্ গাতে হাঁয় জো গায়া হামনে॥"

—(আদম সন্তান কি বস্তু? সমগ্র ফেরেস্তাকুলও সেই গীতি গাহিতেছে যাহা আমি গাহিয়াছি)।

সেইজন্য যখন তোমরা খোদাতায়ালা ও তাঁহার রসুলের (সাঃ) সুরে বাঁশরী বাজাইয়া জগতে বাহির হইয়া পড়িবে, তখন ফেরেস্তারা তোমাদের সুরে গান গাহিবে।

হুজুর তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, হে আহ্‌মদী যুবকবৃন্দ! উঠ, দুনিয়ার তকদীর তোমাদের সহিত সম্পৃক্ত; তোমরা ধাবিত হও, ঐশী সাহায্য ও বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করিবে। এমন কেহ নাই যে এই তকদীর বদলাইয়া দিতে পারে।

পরিশেষে হুজুর (আইঃ) বলেন, আসুন, এখন আমরা সম্মিলিতভাবে ব্যথীত ও উত্তপ্ত চিত্তে আমাদের রব্বের হুজুরে ঝুঁকি। আল্লাহতায়ালা আপনাদের নেক এরাদা ও পবিত্র ইচ্ছা-আকাঙ্খাসমূহকে স্থিতিশীলতা দান করুন, আপনাদের আশাতীত আপনাদিগকে তাঁহার এরূপ মহব্বত দান করুন, যাহা সকল মহব্বতের উপর প্রাধান্য লাভ করে।

হুজুর অত্যন্ত দৃঢ়প্রত্যয় ও সংকল্পপূর্ণ বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয় কাল খুবই নিকটে। আমি খোদাতায়ালার শপথ করিয়া আপনাদিগকে সপ্রত্যয়ে নিশ্চয়তা দান করিতেছি যে, ইসলামের বিজয়ের পদধ্বনি আমি শুনিতে পাইতেছি। আপনারা নিজেদের মন পরিবর্তন করুন। এ কথাটি আমি আপনাদিগকে বারংবার বলিতেছি।

প্রিয় ইমাম (আইঃ) শেষোক্ত বাক্যগুলি গভীর আত্ম প্রভাব ও আকর্ষণে মোজ্যমান হইয়া এতই দৃঢ় সংকল্প ও প্রত্যয়ের সহিত উচ্চারণ করেন যে উপস্থিত খোদ্দাম ও আনসারের অন্তরে গভীর রেখাপাত করে এবং বে-ইখতিয়ার হইয়া সকলই আত্মোবিভোর ও অবিভূত হইয়া পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে হুজুর দোওয়া শুরু করাইয়া দেন। (আল ফজল, ২৬শে অক্টোবর ১৯৮৩ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্ণিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ —এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা
১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ ফোন ঃ ২৫৯০২৪

কেন্দ্রীয় মজলিস আনসারুল্লাহর ২৬তম সালানা ইজতেমায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত

উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ

আমরা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের কাঠোর গালি-গালাজ ও কটুক্তির মোকাবিলায় কোন অবস্থাতেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিতে দিব না ও বেসবরি মূলক একটি শব্দও আমাদের মুখ দিয়া উচ্চারিত হইব না।

আমরা পেয়ার ও মহব্বত এবং দোওয়ার দ্বারাই প্রতিটি বিরুদ্ধবাদীকে জওয়াব দিব, ইহা ব্যতীত অন্য কোন প্রতিক্রিয়া আমাদের পক্ষ হইতে ব্যক্ত হইবে না।

—হুজুর (আইঃ)

রাবওয়া, ২৮, ২৯ ও ৩০ ইখা/অক্টোবর ১৯৮৩ ইং বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর বার্ষিক ইজতেমা তিন দিন ব্যাপী এখানে নিজস্ব অনুপম ধারায় দ্বীনি ঐতিহ্য, তাসবীহ ও তাহমীদ, দোওয়া ও ইবাদতের মনোরম রুহানী পরিবেশে অপূর্ব সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমা উদ্বোধন করেন সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) তাঁহার সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী ভাষণ ও সকরুণ ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন, আল্লাহতায়ালা তাঁহার অশেষ ফজল ও করম এবং অসীম কৃপার নিদর্শন হিসাবে জামাত আহমদীয়াকে প্রতি দিবা-নিশি ও প্রতি মুহূর্ত উন্নতির পর উন্নতি দান করিয়া চলিয়াছেন। জামাতের কদম পিছনে অপসারিত হইয়াছে---এমন কোন একটি দিনও আসে নাই। সাধারণ বাগধারায় যখন পাতাঝড়ার অকালও আসে তখনও জামাত আহমদীয়ার উদ্যানে নতুন নতুন অঙ্কুরের উন্মেষ ঘটিতে থাকে।

হুজুর ইজতেমাতে উপস্থিতি-সংখ্যা বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন যে উপস্থিতি-রিপোর্ট অত্যন্ত আনন্দদায়ক। বিগত বৎসর উদ্বোধনী দিবসে রাবওয়ার ১৮৮৩ জন আনসার (চল্লিশোর্ধ বয়োজেষ্ঠ ও বৃদ্ধ আহ্‌মদীগণ) ছিলেন, আর এবার তাঁহাদের সংখ্যা দাঁড়াইছে ২১১২। বিগত বৎসর উদ্বোধনী অধিবেশনে ৬৬২ টি মজলিস শামিল ছিল, আর এবার উহাদের সংখ্যা ৭১৬। বিগত বৎসর রাবওয়ার বহিরাগত আনসারের সংখ্যা উদ্বোধনী অধিবেশনের সময়ে ছিল ২৩২১ এবং এবারের সংখ্যা হইল ২৫০২। বাহিরের দেশসমূহ হইতে বিগত বৎসর ৮টি মজলিস আসিয়াছি, এবার ৬টি আসিয়াছে কিন্তু বিগত বৎসর প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৯, এবারও ৯।

বাইসাইকেল আরোহীদের প্রসঙ্গে হুজুর বলেন যে, আনসারুল্লাহকে ঐভাবে সাইকেল যোগে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় না যেভাবে খোদ্দামকে (চল্লিশ বছর অনুর্ধ

আহ্‌মদী যুবকবৃন্দ) উদ্বুদ্ধ করা হয়। তথাপি এতদসত্বেও গত বৎসর আগত ১৯৭ জন আনসারের মোকাবিলায় এবছর ৩৫৯ জন আনসার বাইসাইকেল যোগে আসিয়াছেন। এবার দীর্ঘ সফর অতিক্রম করিয়া আসিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই বাধাদান করা হইয়াছিল--খোদ্দামের মধ্যেও এবং আনসারের মধ্যেও। সেজন্য দীর্ঘতম ব্যবধান অতিক্রম করিয়া আগমনকারী ভ্রাতা হইলেন যিনি 'ওয়া কেন্ট' হইতে আসিয়াছেন—তিনি ২৫০ মাইল সফর বাই-সাইকেল যোগে করিয়াছেন। সবচাইতে বয়োজেষ্ঠ আনসার বন্ধু বিগত বৎসর ৮২ বছরের ছিলেন, এবার ৮৫ বছর বয়সের বন্ধু আসিয়াছেন। তাঁহার নাম হইল 'সিরাজ দ্বীন' সাহেব। একজন মাজুর ভাই, যাঁহার একটি পা বিকলঙ্গ--এই মাজুরী সত্বেও ১০২ মাইলের সফর সাইকেল যোগে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। সমষ্টিগতভাবে জিলাওয়ারী মোকাবিলায় সারগোধা জিলা প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে, সেখান হইতে ৮৭জন আনসার বাই বাইসাইকেল যোগে আসিয়াছেন এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ফয়সালবাদ, সেখান হইতে ৭৭ জন বাই-সাইকেল আরোহী আনসার আসিয়াছেন। আহমদীগণ ব্যতীত তিনজন গয়র-আহমদী ভ্রাতাও বাই-সাইকেল যোগে আসিয়াছেন। হুজুর বলেন, তাহাদিগকে পুরস্কার তো আল্লাহতায়ালা দিবেন, তবে আমাদের দোওয়া তো ইহাই যে তাহারা যেন আগামী বৎসর আহমদী হইয়া ইজতেমায় শামিল হন। (আমীন)

হুজুর বলেন, চারিদিক হইতে জামাত আহমদীয়ার বিরোধিতা হইতেছে এবং এমন রঙে বিরোধিতা করা হয়, যাহা ধর্মের নামের উপর কলঙ্ক স্বরূপ। প্রকৃত প্রস্তাবে আবহমান কাল হইতে সর্বদা সত্যের মোকাবিলায় ধর্মের নাম লইয়াই বিরোধিতা করা হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে ধর্মকেই তুলিয়া ধরার রীতি চলিয়া আসিয়াছে। হুজুর বলেন, কিন্তু এই মোকাবিলায় সত্যকে সানাক্ত করা কঠিন কাজ নয়। সর্বদাই ধর্মের প্রকৃত অনুসারীরা কতিপয় নির্দিষ্ট উচ্চাঙ্গীণ আখ্‌লাক বা উৎকৃষ্ট চারিত্রিক গুণাবলী ও আচরণের সহিত ঐকান্তিকভাবে সংযুক্ত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকেন এবং কোন অবস্থাতেই উত্তম আখলাক ও সৎচরিত্রতার আঞ্চল ছাড়েন না ও উহার বন্ধন শীথিল হইতে দেন না। পক্ষান্তরে বিরুদ্ধবাদীরাও নির্দিষ্ট কতিপয় মন্দ আখলাক ও আচরণের সহিত সংযুক্ত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকেন এবং সেগুলিকে তাহারা পরিহার করেন না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জামানায় এই পার্থক্যটি সুস্পষ্টাক্ষরে উদভাসিত হয়। যে আদর্শ আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন—তাহাই আমাদের জন্য অনুকরণীয়। উত্তম আখলাক বা চারিত্রিক গুণাবলীর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হইল হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্রতম জীবন। আমাদিগকেও এই সকল বিরোধিতার মোকাবিলা করার জন্য নবী করীম (সাঃ)-এর আখলাক ও চরিত্রকে নিজেদের জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে এবং তাঁহার নির্দেশিত পথে পদবিক্ষেপে আগুয়ান হইতে হইবে। হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সর্বাঙ্গ সুন্দর আখলাক ও চারিত্রিক গুণাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা দিতে

গিয়া হুজুর বলেন, আঁ-হযরত (সাঃ) যখন কাহারও নিকট মেহ্‌মান হইয়া যাইতেন তখনও অতিথিসুলভ আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারের প্রতি সযত্নে লক্ষ্য রাখিতেন। কিন্তু হুজুরের বিরুদ্ধবাদীরা যখম মেহ্‌মান হিসাবে তাঁহার নিকট আসিত তখন তাহারা গাল-মন্দ বকিত, কটুক্তি করিত, মনে আঘাত দিয়া পীড়াদায়ক কথা বলিত। কিন্তু তাহা সত্বেও হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শ ও আচরণ ছিল এই যে আঁ-হুজুর (সাঃ) যাবতীয় গাল-মন্দের উত্তর পেয়ার ও মহব্বত এবং দোওয়ার মাধ্যমেই দিতেন।

হুজুর বলেন, আমাদের জন্যও আখলাকের একটিমাত্রই মানদণ্ড; এবং তাহা হইল হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আখলাক। আমাদের গৃহে আসিয়া তাহারা যত ইচ্ছা গাল-মন্দ দিন, যদি আমাদিগকে তাহারা প্রহারও করেন, তবুও আমরা দোওয়া দিব এবং প্রীতি ও ভালবাসার সহিত উত্তর দিব।

হুজুর বলেন, জামাত আহমদীয়া সম্প্রসারিত হওয়ার জন্যই স্থাপিত হইয়াছে; এমন কেহ নাই যে ইহার গতি রোধ করিতে পারে।

পরিশেষে হুজুর বলেন, আসুন, এখন দোওয়া করিয়া লউন। আমরা একথা বলি না, যে আপনারা নিজেদের ভাবানুভূতিকে সম্পূর্ণ চাপা দিয়া দিন, বরং আমরা একথা বলি যে, নিজেদের ভাবাবেগকে খোদাতায়ালার দিকে প্রবাহিত অশ্রুজলে রূপান্তরিত করুন এবং ঐ পথ দিয়া সেগুলিকে নির্গত ও নিষ্কাসিত করুন।

ইহার পর হুজুর সকরুণ ও উচ্ছ্বসিত আবেগময় দোওয়া করান।

(আল-ফজল, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৮৩ ইং)

সমাপ্তি ভাষণ ঃ

আমরা সেই জাতি, যাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাবে ব্যর্থতার আমেজ নাই। আমাদের প্রতি খোদাতায়ালার স্নেহের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, এবং যাহার প্রতি খোদাতয়ালার স্নেহের দৃষ্টি থাকে, সে অবশ্য-অবশ্যই সফলকাম হয়।

আমি অষ্ট্রেলিয়াবাসীকে জানাইয়া দিয়াছি, আমরা আপনাদিগকে পরিবর্তন করিয়া ছাড়িব—এই সংকল্প লইয়াই আমরা আসিয়াছি।

৩০শে ইখা/অক্টোবর রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিসে আনসারুল্লাহর ২৬তম সালানা ইজতেমায় সমাপ্তি ভাষণ প্রদান করিতে গিয়া সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) সাম্প্রতিক অষ্ট্রেলিয়া সফরের ও ঘটনাবলী সবিস্তারে বর্ণনা করেন।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সার্বিক সাফল্যের সহিত সুষ্ঠুরূপে ইজতেমার সকল কার্যক্রম সুসম্পন্ন হওয়াতে আল্লাহতায়ালার হামদ ও শোক্‌র আদায় করেন। হুজুর একজন ভ্রাতার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। তিনি প্রথম বারের মত ইজতেমায়

যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ইতিপূর্বে ইজতেমাগুলিতে শরীক না হইয়া আমার জীবনের অনেক ক্ষতি করিয়াছি। হুজুর আনসারুল্লাহকে আহ্বান জানাইয়া বলেন, আপনারাও নিজেদের এলাকায় ফিরিয়া গিয়া এখানে যাকিছু আহরণ করিয়াছেন তাহা সর্বত্র ছড়াইয়া দিন, উহার প্রচার ও প্রসারে যত্নবান হউন এবং মারকাজের বরকত, কল্যাণ ও আশিসের দ্বারা অন্যান্যদিগকেও উপকৃত করুন।

হুজুর রাবওয়ায় এই দিনগুলিতে একই সময়ে অনুষ্ঠিত আপাদ-মস্তক সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের আর একটা ইজতেমার কথা (যাহা বিরুদ্ধবাদী মৌলভীরা আয়োজন করিয়াছিলেন—অনুবাদক) উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঐ ইজতেমাটিতে অনর্গল পূতি-গন্ধময় গালি-গালাজ দেওয়া হইতেছিল। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলামীর দাবী থাকা সত্বেও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উসওয়া-হাসানা (উৎকৃষ্টতম আদর্শ), হেদায়েত ও নির্দেশাবলীর বরখেলাপ গাল-মন্দ, অশালীন ও অশ্লীল বক্যব্যয় ও কটুভাষ্যের মহড়া চলিতেছিল। হুজুর বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খোদাতায়ালার ফেরেস্তারা আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমায় নাজেল হইতেছিল ; ঐ অপর ইজতেমাটিতে কখনও নাজেল হইতেছিল না।

তারপর হুজুর বলেন, আমরা যখন অষ্ট্রেলিয়াতে জামাত আহমদীয়ার প্রথম মসজিদ 'আল-মসজিদ বাইতুল হুদা'-এর ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্টস্থানটিতে পৌঁছিলাম, সেখানে তখন উপস্থিতির সংখ্যা-স্বল্পতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। সেখানকার জামাতের লোক বড়ই উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আমি কোন নৈরাশ্য বোধ করি নাই। কেননা, আজ যে ঘটনাটি কি ঘটিতেছে এবং ইহার ফল যে কতখানি সুদূর বিস্তৃত—সে সম্বন্ধে আজ অষ্ট্রেলিয়াবাসী অজ্ঞাত। স্থানীয় জামাতের সদস্যরা জানাইলেন যে এই অনুষ্ঠানটিতে যাহাতে কেহ শামিল না হয় সেই জন্য বিরাট অভিযান চালান হয়। পঞ্চাশ হাজার মুসলমানকে পত্র লিখা হয়, (বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী) লিটারেচার বিতরণ করা হয় এবং পোষ্টার লাগানো হয় যাহাতে এই অনুষ্ঠানে কেহ যোগদান না করে। যে সকল লোকদিগকে (আমাদের পক্ষ হইতে) আমন্ত্রণ জানান হইয়াছিল তাহারা শেষ মুহূর্তে এই বলিয়া অপারগতা জ্ঞাপন করিলেন, "আমাদের উপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করা হইয়াছে, সেজন্য আমরা যোগদান করিতে পরিতেছি না।"

হুজুর বলেন, আসল বিষয় ও সারবস্তু তো হইল আন্তরিক নিষ্ঠা ও তকওয়া। ইহা আল্লাহতায়ালার নিকট কবুল হইয়া থাকে। সংখ্যা কম হউক বা বেশী—তাহাতে কিছু যায় আসে না। সুতরাং একই দিন সন্ধ্যায় একটি ক্লাবে আয়োজিত একটি অতি উত্তম অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগ ঘটিল। উহাতে যতজন অষ্ট্রেলিয়ান নাগরিকদের আমন্ত্রিত করা হইয়াছিল তাহারা সকলই আসিলেন এবং খোদাতায়ালার ফজলে খুবই মুগ্ধ ও অভিভূত হইলেন, এমনকি অনুষ্ঠানোত্তর একজন বলিয়া উঠিলেন, "আজীবন আমার যে ব্যক্তির তালাশ ছিল—তাহাকে আজ আমি পাইয়া গিয়াছি।" পারে জানিতে পরিলাম, তিনি অষ্ট্রেলিয়ার টি-ভি-এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান সুচীতে-অংশগ্রহণকারী একজন সুবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

হুজুর বলেন, দ্বীনে-ইসলামের শিক্ষা প্রচার ও বিস্তারদান শর্তযুক্ত রহিয়াছে 'লা ইকরাহা

ফিদ্দীন' (—'দ্বীনের ব্যাপারে কোন প্রকারের জবরদস্তি ও বলপ্রয়োগ চলে না')-এর দ্ব্যর্থহীন নীতির সহিত। যদি আমরা আজেযী ও বিনয় সহকারে দোওয়া করি, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা অবশ্যই রহম করিয়া থাকেন। যদি কেহ আমাদের প্রতি অনিহা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে ইহার অর্থ এ নয় যে, আমরাও তাহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিব। আমরা তাহাকে বার বার বলিতে থাকিব, এমনকি আল্লাহতায়ালা শ্রবণ করিবার উপযোগী কর্ণ তাহাকে দান করিবেন। হুজুর জোশ ও যায্‌বার সহিত তেজদীপ্ত কণ্ঠে বলেন, আমরা হইলাম সেই জাতি, যাহাদের স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে বিফলতার আমেজ বা উহার লেশমাত্র মিশ্রণ নাই। আমরা দৃঢ়সংকল্পশালী লোকদের সন্তান ও গোলাম, এবং আমরা দৃঢ়সংকল্পের সেই শীলা-পর্বতের উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত, যেখান হইতে কেহ আমাদিগকে সরাইতে পারে না।

হুজুর বলেন, এই সফরকালীন সময়ে আল্লাহতায়ালার এত ফজল নাজেল হইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে তাঁহার ফজল ও অনুগ্রহরাজীর দ্বারা আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট করিয়াছেন।

হুজুর বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার ৫০ হাজার মুসলমানকে আমাদের বিরুপ ভাবাপন্ন করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান হয়, কিন্তু আল্লাহতায়ালা এমনভাবে ফজল নাজেল করিলেন যে, রেডিও প্রোগ্রামে—যাহা সেখানকার মুসলমানরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন, আমার একটি বিস্তারিত ইন্টারভিউ প্রচার করা হইল। এইরূপে প্রতিটি মুসলমানের নিকট আল্লাহ্‌তায়ালা আহ্‌মদীয়াতের পয়গাম আমার মুখ দিয়া পেঁৗছাইয়া দিলেন।

একজন সাংবাদিকের কথা উল্লেখ করিয়া হুজুর বলেন, প্রেস কনফারেন্সে তিনি খুবই রূঢ়ভাবে আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করিতে শুরু করিলেন, কিন্তু যতই কথা অগ্রসর হইতে লাগিল ততই তাহার আচরণ বদলাইয়া গেল। পরিশেষে আমাকে তিনি বলিলেন, "আমি আপনার সহিত পৃথকভাবে দেখা করিতে চাই।" যখন পৃথক দেখা করিলেন, তখন বলিতে লাগিলেন, "আমি আজ আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে পৃথক সাক্ষাৎকারের জন্য সময় লইয়াছি—আমি প্রারম্ভে ভুলবশতঃ অশোভন ও ভ্রান্তপথে প্রশ্ন করিয়াছি। আহমদীয়াত কি —তাহা আমার কিছুই জানা ছিল না।" হুজুর বলেন, এই ব্যক্তি ছিলেন ধর্মীয় বিষয়ে একজন প্রথিতযশাঃ শীর্ষস্থানীয় লেখক। তিনি পরে তাঁহার পত্রিকায় খুবই উত্তম প্রতিবেদন প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দুইজন সাংবাদিককে আমার নিকট ইন্টারভিউ গ্রহণের জন্য পাঠান। ঐ সকল পত্রিকা কয়েক লক্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

হুজুর বলেন, তারপর একটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও মনোরম অনুষ্ঠান ছিল একটি স্কুলে, যেখানে ছাত্র, শিক্ষক ও বিজ্ঞজন—সকলই উপস্থিত ছিলেন; তাহাদের নিকট এক স্বতন্ত্র সেমিনারে ভাষণ দানের মাধ্যমে সত্যের বাণী পেঁৗছাইবার সুযোগ ও সৌভাগ্য ঘটিল।

হুজুর বলেন, আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম ছিল ক্যাম্বেরা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উপলক্ষে ভাষণদান। প্রোগ্রামটির সবকিছুই স্থির ছিল। কিন্তু বিরোধিতার চাপ এত অধিক তীব্র ছিল

যে নির্ধারিত তারিখের কয়েকদিন থাকিতে উহা বাতিল করা হইল। সে একই ইউনিভার্সিটির আর একটি বিভাগের প্রধান ইহা জানিতে পারিয়া ভাইস চ্যান্সেলারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আমরা আমাদের বিভাগে জামাত আহমদীয়ার ইমামের লেকচার করাইব।" ভাইস চ্যান্সেলার ইহাতে জোরদার সমর্থন করিয়া বলিলেন, "তাঁহার লেকচার অবশ্যই হওয়া উচিত।" সুতরাং লেকচার হইল। এই লেকচারটিতে বিশদভাবে ইসলামের সাধারণ শিক্ষামালা ও বৈশিষ্ট্যাবলীর সহিত পরিচয় করান হইয়াছিল। ইহার পর প্রশ্ন-উত্তরের পর্ব শুরু হইলে উহাতে আহমদীয়াতের সহিতও ভরপুর পরিচয় করাইয়া দেওয়া হইল। হুজুর বলেন, উক্ত প্রোগ্রামটি বাতিল হওয়ার কথা যখন জানা গিয়াছিল, তখন আমি আল্লাহতায়ালার হুজুরে দোওয়া করিলাম। সুতরাং আল্লাহতায়ালা সে রাত্রিতেই স্বপ্নে আমাকে জানাইলেন যে আল্লাহর রহমত সহায়ক হইবে। ইহা আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে স্পষ্ট সুসংবাদ ছিল। সুতরাং তদনুযায়ী অষ্ট্রেলিয়ার (রাজধানীর সুবিখ্যাত) এই ইউনিভার্সিটিতে অত্যন্ত সাফল্যপূর্ণ লেকচার ও প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইল।

হুজুর বলেন, আমার অনুমান এই যে, অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশে এমন বহু হৃদয়বান লোক রহিয়াছে, যাহারা সামান্য চেষ্টা-প্রয়াসেই আহমদীয়ত কবুল করিবে। আমি অষ্ট্রেলিয়াবাসীকে জানাইয়া দিয়াছি যে, আমরা তাহাদিগকে পরিবর্তন করিয়া ছাড়িব। খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে আমরা মুসলমান এবং যাহাদের উপর খোদাতায়ালার সস্নেহ দৃষ্টি পতিত হয়, তাহাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। এখন তোমরা আমাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত, আমরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য তোমাদিগকে জয় করিব এবং জয় না করিয়া ছাড়িব না।

(অসমাপ্ত)

(আল-ফজল, ৩রা নভেম্বর ১৯৮৩ইং)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

দোওয়ার আবেদন

একজন ভ্রাতা সপরিবারে বয়েত করিয়া আহমদীয়া জামাতে দাখিল হইয়াছেন। তিনি সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট নিম্নরূপ দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন:

'ঈমান, আমল ঠিক রাখিয়া দ্বীনি খেদমত ও অত্র অঞ্চলের একমাত্র আহমদী পরিবার হিসাবে আমরা যেন ধৈর্য্য সহকারে আমাদের দ্বীনি খেদমতে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি এবং আমাদিগকে আহমদী হিসাবে যেন একটি আদর্শ পরিবারে রূপান্তরিত করিয়া দ্বীনি ও দুনিয়াবী উন্নতি দান করেন এবং অচিরেই এখানে একটি জামাত সৃষ্টি হয় এই জন্য সবার নিকট দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি।"

বিশ্ব-কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাউল্লাহ্ (মহিলা সংগঠণ)-এর
সালানা ইজতেমায়
সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) প্রদত্ত

সারগর্ভ ও ঈমানবর্ধক ভাষণ

নারীদের প্রসঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিমূলক প্রশ্নের কার্যকরী উত্তর প্রদান আহমদী মহিলাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সমগ্র বিশ্বে আহমদী লাজনা সমূহের অভিন্ন ও সুষম মেযাজ ও কর্মগত মান গড়িয়া তুলা জরুরী। সেজন্য কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাউল্লাহর অধীনে আহমদী মহিলাদের বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক সফরসূচী গৃহীত হউক।

যতক্ষণ পর্যন্ত না মহিলারা আল্লাহতায়ালার সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে সাফল্য লাভ করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লব সাধিত হইতে পারে না।

রাবওয়াঃ ২২শে অক্টোবর--সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) ২১, ২২ ও ২৩শে অক্টোবর তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত বিশ্ব-কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাউল্লাহ (মহিলা সংগঠন)-এর সালানা ইজতেমার দ্বিতীয় দিবসে বেলা ১১ টায় ভাষণ দান করিতে গিয়া গালাবা-এ-ইসলামের লক্ষ্যে আহমদী মহিলাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্বাবলীর দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এতদ্ব্যতীত, পেয়ার ও মহব্বতের দ্বারা তরবিয়তের কাজ ত্বরান্বিত করার এবং আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারা তাঁহার প্রীতিভাজন হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

তেলাওয়াত ও নজমের পর হুজুর (আইঃ) মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কারমুলক তমগা বিতরণের নবম অনুষ্ঠানটিতে দুইজন ছাত্রীকে তমগা প্রদান করেন। তাহাদের একজন মুলতান বাহাউদ্দিন জাকারিয়া ইউনিভার্সিটি হইতে এম,এ (উর্দ্দু) পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারিনী আহমদী ছাত্রী স্বর্ণের তমগা (প্রথম) লাভ করেন এবং দ্বিতীয় জন সিন্ধু প্রদেশের ইউনিভার্সিটি (জামশোরো) হইতে এম,এ (রাজনীতি) পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারিনী আহমদী ছাত্রী স্বর্ণের তমগা (দ্বিতীয়) লাভ করেন।

তমগা বিতরণের অনুষ্ঠান শেষে হুজুর (আইঃ) তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর মহিলাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়া প্রথমে সাম্প্রতিক ইজতেমায় লাজনা ইমাউল্লাহর সাফল্যজনক উপস্থিতির জন্য মহিলাদিগকে মোবারকবাদ প্রদান করতঃ বলেন, উপস্থিতির সংখ্যা বাড়িবে এবং উন্নতির দিকে কদম অগ্রসর হইবে---এই আশা তো ছিল, কিন্তু লাজনা তাহাদের আনন্দদায়ক হাজিরার ক্ষেত্রে খোদ্দাম (যুবকবৃন্দ)-কেও ছাড়াইয়া

যাইবেন এই ধারণা ছিল না। এবারে ৪৩০টি লাজনা হইতে ৬৯৯৭ জন মহিলা উপস্থিত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে, বিগত বৎসর ৩২৫টি লাজনা হইতে ২৯৫০ জন মহিলা ইজতেমায় যোগদান করিয়াছিলেন। এইমতে বিগত বৎসরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যাবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

হুজুর বলেন, মহিলাদের উন্নতি আনন্দদায়ক, এবং এই যুগে মহিলাদের অগ্রগতি অধিকতর জরুরী। কেননা, ইসলামের উপর বড় ধরণের আপত্তি ইহাই উত্থাপন করা হয় যে এ ধর্মে মহিলাদের হক ও অধিকার দান করা হয় না। সাম্প্রতিক সফরকালে এমন কোন একটি দেশও ছিল না যেখানে এই ইতেরাজটি করা হয় নাই। তথাপি আল্লাহতায়ালার ফজলে যখন তাহাদিগকে উত্তর দেওয়া হইত, তাহারা পরিতুষ্ট হইতেন। স্বয়ং মহিলারাই ইহার স্বীকারুক্তি করিতেন। অষ্ট্রেলিয়াতে একটি সভায় ইসলামী শিক্ষামালা শ্রবণের পর একজন মহিলা বলিলেন, "যদিও আমার এখনও আরও পাঠ করার ও জানার প্রয়োজন রহিয়াছে, তথাপি ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমি অবশ্য-অবশ্যই মুসলমান হইব।"

হুজুর বলেন, মহিলাদের প্রসঙ্গে যে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় তাহা হইল এই যে, নারীদের অধিকার সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠাকারী ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বাস্তবে কোথাও বিদ্যমান আছে কি? ইহার উত্তরে আমরা এমন কোন একটিও ইসলামী দেশ পেশ করিতে পরি না, যেখানে মহিলারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে। সেজন্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া সর্বদাই অসুবিধায় পড়িতে হইতো। তথাপি রাবওয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া কিছুটা প্রবোধ দেওয়া হইতো। হুজুর বলেন, এই প্রশ্নের সমুচিত কার্যকরী উত্তর প্রদানের দায়িত্বভার আহমদী মহিলাদের উপরই ন্যাস্ত। সেজন্য সারা বিশ্বের লাজনার একটি অভিন্ন ও সুষম মেযাজ ও মানদণ্ড গড়িয়া তোলা জরুরী। এ উদ্দেশ্যে লাজনার কর্মীবৃন্দের আন্তর্জাতিক সফর করানোর ব্যবস্থা গৃহীত হউক, যাহারা সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের সহিত মিলিত হন এবং ফিরিয়া আসিয়া এখানে রিপোর্ট করেন।

হুজুর বলেন, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইল মহিলাদের স্বাধীনতার বিষয়। তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ানো হউক--ইহা তো মহিলাদের হক্-অধিকারই বটে। কিন্তু কিসের কবল হইতে স্বাধীনতা এবং উহার স্বরূপ কি? আজ পাশ্চাত্যের গরল নারীকে জানওয়ারে পরিণত করিয়াছে—পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিয়াছে। অধিকন্তু, অর্থনৈতিক দিক হইতেও নারীর প্রতি অত্যাচার করা হয়। ইসলাম নারীর উপর অর্থোপার্জনের দায়িত্ব অর্পন করে না, কিন্তু অর্থোপর্জনে বাধাও দেয় না এবং নারী অর্থোপার্জন করিলে উপার্জিত অর্থ তাহাকে সংসারে ব্যয় করিতে হইবে—এরূপ বধ্যবাধকতাও তাহার উপর আরোপ করে না। ইহা পুরুষের দায়িত্ব। কিন্তু পাশ্চাত্যের ব্যবস্থায় নারীর সেই অধিকার নাই। সেজন্য পাশ্চাত্যের কবল হইতে নারীকে স্বাধীন করাটাই হইল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হুজুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আহমদী মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলেন, যে-সকল মহিলা বা মেয়ে ইসলামী আহকাম পরাপুরী পালন করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদের ব্যাপারে কোন কোন সময় ওহ্‌দেদারদের পক্ষ হইতে কড়াকড়ি বা রূঢ় আচরণ করিতে দেখা যায়। ঐরূপ আচরণ করা ঠিক নয়। তরবিয়তের ক্ষেত্রে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দেল্‌ নিজেদের আয়ত্ব করা ব্যতিরেকে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। কড়াকড়ি মূলক পদক্ষেপ তো অত্যন্ত নিরুপায়তা ও বাধ্যতামূলক অবস্থায় এবং চরম পর্যায়েই গ্রহণ করিতে হয়। হুজুর বলেন, নিজেদের রব্ব আল্লাহতায়ালার মহব্বত এবং তাকওয়ার বিষয়টি নিজেদের উপদেশের অন্তর্ভুক্ত করুন। এতদ্বারা উপদেশ শক্তি সঞ্চয় করিবে এবং প্রভাবশীল হইবে।

হুজুর বলেন, প্রতিটি লাজনায় এরূপ আহমদী মহিলাদের উদ্ভব ঘটা উচিত, খোদাতায়ালার সহিত যাহাদের নিবিড় সম্পর্ক কায়েম হয় এবং 'তায়াল্লুক বিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ)-এর আস্বাদ ও অভিজ্ঞান হাসিল হয়। হুজুর এই প্রসঙ্গে হযরত চৌধুরী মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্‌ খান সাহেবের শ্রদ্ধাভাজন মাতার উজ্জল দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন। হুজুর বলেন, জগতে আমাদের বহু বড় বড় কাজ করিতে হইবে। উহাদের অন্যতম সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হইল আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধসম্পন্না মহিলাদের উদ্ভাবন করা। ইহাতে যদিও সময় লাগিবে, কিন্তু এই লক্ষ্যে বাল্যকাল হইতেই কাজ শুরু করা উচিত এবং পরবর্তীতে যাহারা ক্রমাগত বড় বড় ইবাদত ও সাধনার ফলে আল্লাহতায়ালার সান্নিধ্য লাভ করেন, তাহাদের আবার নিজেদের সপ্ন বা ইলহামসমূহ যত্রতত্র বলিয়া বেড়ানো উচিত নয়, বরং আজেযী ও বিনয়ের সহিত নিজদিগকে গোপন রাখা উচিত। প্রকৃত ও সত্যকার আল্লাহ-ওয়ালা ব্যক্তি কখনও অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত হইতে পারে না। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর যখন ওহী নাজেল হইল, তখন তিনি (সবিনয়ে) নিজেকে ইহার যোগ্য বলিয়াই মনে করিতেন না। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর উপর ইলহামাবলী নাজেল হইল, তিনিও (সবিনয়ে) বলিতেন, "আমি হইলাম একজন সাধারণ মানুষ এবং খোদার নবী ঈসা কত মর্যাদাবান! আমি তাঁহার সমান কিরূপেই বা হইতে পারি ?!

হুজুর বলেন, এই কথাগুলি এজন্য বর্ণনা করা জরুরী যে, এই পথে পরীক্ষা ও বিপদাবলীও রহিয়াছে। সেজন্য নিজেদের সাফল্যসমূহ নফ্‌স ও প্রবৃত্তির কীটের দুষ্টতায় ধ্বংস ও ব্যর্থ হইতে দিবেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রিয় বান্দাদের সুরভীকে কখনও একাকী ছাড়িয়া দেন না। কিন্তু ইহাকে প্রকাশিত করা এবং ঐশী হিকমতের সহিত প্রকাশ করা—তাহা হইল খোদাতায়ালার কাজ।

হুজুর বলেন, আমরা দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদাতায়ালার সহিত সম্পর্ক বাড়াইব না, ততক্ষণ ঈপ্‌সিত রুহানী বিপ্লবের অভ্যুদয় ঘটাইতে পরিব না।

(আল-ফজল, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৮৩ ইং)

অনুবাদ : **মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ,** সদর মুরুব্বী।

বিশ্ব-কেন্দ্রীয় মজলিস
আতফালুল আহমদীয়ার সালানা ইজতেমায়
সৈয়্যদনা খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত

হৃদয়গ্রাহী ভাষণ

রাবওয়া : ২২শে অক্টোবর/ইখা—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) প্রায় সাড়ে বারটার সময় কেন্দ্রীয় মজলিসে আতফালুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমায় ১৫ বৎসর অনুর্ধ আহমদী বলক বৃন্দের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। শিশু ও কিশোরদিগের স্বভাব-চরিত্র বিকারের উদ্দেশ্যে শয়তানের ছাড়ানো খারাপীগুলির মোকাবিলা করার জন্য হুজুর (আইঃ) আহমদী বালকবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করেন। হুজুর (আইঃ) বাচ্চাদের সদা সত্য কথা বলার জন্যও উপদেশ দান করেন।

দুইজন আতফাল কর্তৃক তেলাওয়াত কুরআন পাক এবং নজমপঠের পর হুজুর পুরস্কার বিতরণ করেন। এবার ইজতেমায় ১৫২ জন আতফাল বাই-সাইকেল যোগে দুরদুরান্ত হইতে আসিয়া যোগদান করেন। তাহাদের মধ্যে মুলতান হইতে আগত সবচেয়ে কনিষ্ঠ 'তিফল'-কে (বয়স পৌণে আট বছর) হুজুর (আইঃ) নিজ পকেট হইতে তিনশত টাকা পুরস্কার দান করেন। সে ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র।

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন, মানুষকে গোমরাহ করার জন্য শয়তান বিশ্বময় যে জাল ছড়াইয়াছে উহা মানব-জীবনের প্রতিটি শাখায় ও স্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে এবং শিশু ও কিশোররাও উহাদের আওতার বাহিরে নয়। রেডিও, টি-ভি এবং ভিডিও ফিল্ম ইত্যাদির দ্বারা বাচ্চাদের মন-মানসিকতাকেও আল্লাহ-তায়ালার দিক হইতে সরাইয়া সর্বস্ব দুনিয়ামুখী করিতে সচেষ্ট। আমেরিকা ও ইউরোপে ছবি দ্বারা এবং অন্যান্য উপায় অবলম্বনে বাচ্চাদিগকে এমন পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা-প্রয়াস চলিতেছে যাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। হুজুর বলেন, ইহার সমুচিত জবাব দানের উদ্দেশ্যে আহমদী বাচ্চাদের পক্ষ হইতে অনবদ্য চিত্র ও পবিত্র ছবি এবং দ্বীনি তথ্যাদি সম্বলিত ভিডিও ফিল্মের মাধ্যমে মোকাবিলার আন্দোলন জারি করা উচিত। যদিও বড়রা তাহাদের সাহায্য করিবেন কিন্তু ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবে বালকরাই, এবং এই ধরণের কর্মসুচী অনুযায়ী আতফাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড (ও ফিল্ম) তৈরী করা হউক। তারপর সেগুলি বাচ্চাদিগকে শোনানো এবং দেখানো হউক।

হুজুর বলেন, পাশ্চাত্য মাধ্যমগুলির প্রভাবাধীন একেবারে বেহুদা ও অর্থহীন কথাবার্তা ও বিষয়াদি শিখনো হইতেছে যাহাতে তাহাদিগকে যথাসম্ভব অধিকতররূপে দুনিয়াদারীর দিকে প্রলুব্ধ ও সংসারসক্ত করা যায়। ইহার মোকাবিলায় আহমদী বাচ্চাদেরও উচিত, তাহারা

যেন এরূপ ছবির অয়োজন করেন যেগুলিতে নিজদের মওলা-করীমের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় ও পন্থা দেখানো হয়, একজন প্রকৃত আহমদী বালকের মোকাম ও মর্যাদা বর্ণনা করা হয়। এছাড়া, জাগতিক জ্ঞান-বিদ্যায় যে সকল ভাল কথা আছে সেগুলিও শিশু ও কিশোরদের জ্ঞান-গোচর করাইবার ব্যবস্থা করা হউক। ভিডিও-এর অতি উত্তম রেকর্ডিং-এ কোন বালক উত্তম কণ্ঠে কুরআন করীমের তেলাওয়াত করুক। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কাব্য কালাম সুললিত কণ্ঠে পাঠ করুন। এই ধারায় বহু প্রোগ্রাম স্থান পাওয়ার অবকাশ রাখে এবং ইউরোপিয়ান দেশসমুহ হইতে এই প্রকারের প্রোগাম তৈরী করিয়া পাঠাইবার জন্য তীব্র চাহিদা ও তলবও রহিয়াছে।

হুজুর (আইঃ) বাচ্চাদিগকে উপদেশ দান করিয়া বলেন, 'বড় হইয়া আগামীতে আপনাদিগকে সারা পৃথিবীর দায়িত্বভার বহণ করিতে হইবে। সেইজন্য আজ হইতেই নিজেদের তরবিয়ত করুন। আপনাদের নিকট একটি দাবী করা হয় এই যে আপনারা যেন সত্য কথা বলেন এবং গাল-মন্দ না দেন। আজ পৃহিবী হইতে সত্য কথা বলার সদগুণ উধাও হইয়া চলিয়াছে। আহমদী বালক হিসাবে আপনাদিগকে সত্যকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। সেজন্য হাসি-তামাশাচ্ছলেও কখনও মিথ্যা বলিবেন না। যদি আপনারা সত্যবাদী হন, তাহা হইলে বাল্যজীবনেই আপনারা খোদাতায়ালাকে লাভ করিতে সক্ষম হইবেন। সত্যপরায়ণতাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করুন।

আরও একটি কথা হুজুর বলেন এই যে আহমদী বাচ্চারা নিজেদের মাথায় টুপি না দিয়া মজলিসে আসিবেন না। টুপি পড়ার অভ্যাস করা আপনাদের চরিত্রগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ। সম্ভবপর হইলে আতফালের উদ্দেশ্যে সস্তা দামের টুপির ডিজাইন তৈরী করা হউক, যাহার উপর যেন 'কলেমা তাইয়েব' লিখিত থাকে এবং এই টুপি আতফালের জন্য প্রতীক চিহ্ন হিসাবে নির্ধারিত হয়।

পরিশেষে হুজুর দোওয়া করেন, আল্লাহতায়ালা যেন সকল আহমদী বাচ্চাকে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আখলাক দান করেন—তাঁহার চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত করেন এবং আমাদিগকে বিশ্ববিজয়ী বংশধর সৃষ্টি করার তৌফিক দান করেন। (আমীন)। তারপর, হুজুর দোওয়া করান এবং 'আস-সালামু আলাইকুম' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করেন।

(আল-ফজল, ২৯শে অক্টোর ১৯৮৩ইং)

অনুবাদঃ **মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ** (সদর মুরুব্বী)

শোক সংবাদ

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই মর্মন্তুদ সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে বাংলার ভুতপুর্ব আমীর মরহুম খান সাহেব মোবারক আলী সাহেবের বেগম সাহেবা মোসাম্মাত ওয়াজেদা খানম সাহেবা বিগত ২৯শে নভেম্বর ১৯৮৩ ইং বেলা তৃপহর ৩টা ১৫ মিনিটে ঢাকায় তাঁহার পুত্র জনাব ওয়াজেদ আলী খান সাহেবের বাসবভনে ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৮৫ বৎসর।

মরহুমা অত্যন্ত মুত্তাকী পরহেজগার ও বিশিষ্ট অতিথিপরায়ণা এবং বহুগুণে গুণান্বিতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। তিনি এক পুত্র ও চার কন্যা এবং বহু নাতি-নাতনী ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। জামাতের সকলই তাঁহার ইন্তেকালে মর্মাহত। আল্লাহতায়ালা মরহুমার আত্মার মাগফিরাত করুন ও তাঁহাকে জান্নাতুল-ফেরদৌসে উচ্চস্থান দান করুন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে ধৈর্যধারণের তওফিক দিন ও তাহাদের হাফেজ ও নাসের হউন। (আমীন)

পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৬)

জ্ঞানার্জন ও বিশ্বাসের তিনটি পর্যায়ঃ

কোন বস্তু বা বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে তিনটি পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা জ্ঞান লাভ করে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। এই তিনটি পর্যায় হলো—(১) যুক্তি-মূলক বিশ্বাস (২) পর্যবেক্ষণ-মূলক বিশ্বাস এবং (৩) অভিজ্ঞতামুলক বিশ্বাস। পবিত্র কুরআনে এই তিনটি পর্যায়কে যথাক্রমে 'ইলমুল একীন, আইনুল একীন এবং হাক্কুল একীন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা তাকাসুর দ্রষ্টব্য)। বস্তুতঃপক্ষে এই তিনটি পর্যায় এবং পদ্ধতির মাধ্যমেই সন্দেহাতীতভাবে কোন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়। আল্লাহতায়ালার অস্তিত্বের সত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য এই তিনটি পর্যায় ও পদ্ধতি প্রযোজ্য। তাই পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুযায়ী সৃষ্টি-জগতের কলা-কৌশল, নিয়ম-শৃংখলা ইত্যাদি বিষয়ে যুক্তি-জ্ঞানের প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহতা'লার অস্তিত্বের পরিচয় (ইলমুল একীন পর্যায়ে) লাভ করা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে খোদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ নবী-রসুলের জীবনের অভিজ্ঞতা, তাঁদের জীবনে সংঘটিত আল্লাহতা'লার বিভিন্ন গুণাবলীর প্রকাশকারী ঘটনাবলী ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জানতে পেরে আমরা বিশ্বাস (আইনুল একীন) স্থাপন করিতে পারি যে, নিশ্চয়ই খোদাতা'লার অস্তিত্ব সত্য। তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহতা'লার কাছ থেকে সুস্পষ্ট অহী-ইলহাম তথা ঐশীবানী লাভ করে নিজ অভিজ্ঞতামুলক জ্ঞান ও বিশ্বাস (হাক্কুল একীন) লাভ করেছেন আল্লাহতা'লার মনোনীত ব্যক্তিগণ। এই তিনটি পদ্ধতিতেই খোদাতা'লার অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। কেউ হয়তো একটি নিদর্শন পেয়েই সন্তুষ্ট, কেউ হয়তো তিনটি পদ্ধতিতেই খোদার পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট এবং খোদাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। কে কত খানি পেয়ে সন্তুষ্ট হবেন সেটা অঙ্কের নিয়মে হিসাব করে বলা সম্ভব নয়, কারণ বিধাতার সংগে মানুষের সম্পর্ক হলো উপাস্য ও উপাসকের সম্পর্ক এবং মুখ্যতঃ আত্মার সম্পর্ক। আসল কথা হলো ঐশী-সন্তুষ্টি জনিত শান্তিপ্রাপ্ত আত্মিক অবস্থা (নাফসে মুত্‌মাইন্নাহ্), যে পর্যায়ে উন্নীত হয়ে খোদাতা'লাকে লাভ করতে সমর্থ হয় (সূরা আল-ফজর ঃ ২৮-২৯)। একমাত্র সেই পর্যায়ে এসে সকল প্রকার সন্দেহ ও সংশয় মুক্ত হয়ে সত্যকারভাবে খোদার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। খোদা-মিলনের এই শিক্ষাই দিয়েছে পবিত্র কুরআন। সাধারণ মানুষকে বা-আখলাক (চরিত্রবান) মানুষে, বা-আখলাকমানুষকে 'বা-খোদা'—খোদা-প্রাপ্ত মানুষে পরিণত করাই এই মহা গ্রন্থের লক্ষ্য। আল্লাহতায়ালার ফজলে সেই মহালক্ষ্য অর্জনের পথে ক্রমান্বয়ে মানব-সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে—পার্থিব বিপ্লব সমূহের মাধ্যমে নয়, বরং আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমে, বর্তমান যুগে যে শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের রুহানী নেতৃত্বদান করছে আহমদীয়া জামাতের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত। (ক্রমশঃ)

—মোহাম্মদ খলিলুর রহমান

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar